শাশ্বত সারথি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকীতে

আমাদের প্রয়াস

ছবি: জারিন তাসনিম
শ্রেণি: ষষ্ঠ, রোল: ১০৭

সোনার বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

শাহনাজ আক্তার মিলি
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর নামকরণ হলো একটি খণ্ড, ভগ্ন বাংলাদেশের। যে দেশটিতে আপামর জনসাধারণ পাকিস্তানি শাসক দ্বারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়েছে বছরের পর বছর। তিনি সেই দেশটির নাম দিলেন 'বাংলাদেশ'। আজও এদেশের মানুষ এ দেশকে বাংলাদেশ নামেই অভিহিত করে। যিনি এ দেশের নামটি দিলেন তাঁকে কী অভিধায় অভিষিক্ত করব তা সত্যিই অজানা। স্বল্প পরিসরে হলেও বলতে চাই- তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান নেতা, দার্শনিক, মহাকবি, সোনার বাংলা তৈরির কারিগর, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীর ইতিহাসে, পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেয়েছে একটি নাম 'বাংলাদেশ'।

অসীম সাহসী, অকুতোভয় বীর, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মনীষায় ভাস্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যেমন ছিলেন মহানায়কের মতো সুদর্শন তেমনই ছিল তাঁর বলিষ্ঠ বজ্রকণ্ঠ। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা মানুষটি স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি হবেন একটি দেশের জন্মদাতা, প্রতিষ্ঠাতা এবং আলোকবর্তিকা। মানবদরদী মুজিব ছোটবেলা থেকেই অন্যের দুঃখে দুঃখি হতেন। বাবা-মায়ের দেয়া উপহার সামগ্রী এবং নিজের খাবার ক্ষুধার্তদের বিলিয়ে দিয়েছেন নিঃশর্তে। স্কুলজীবন থেকেই তিনি নিজ সহপাঠী থেকে শুরু করে ছোট-বড় সকলের যথার্থ প্রয়োজন উত্থাপন করেছেন কোনো ভীতি ছাড়াই।

স্কুল জীবনে একবার এমন হয়েছিল তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুজিবের গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে পরিদর্শনে আসেন (১৯৩৯)। সে সময় ঐ অঞ্চলের অনুন্নত অবস্থার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তরুণ মুজিব বিক্ষোভ সংঘটিত করেন। অন্যায় দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাইতো ছোটবেলা থেকেই তাঁকে কারাবন্দী হতে হয়েছে অসংখ্যবার। আর নিয়তির এ বিচার তিনি হাসিমুখেই বরণ করে নিয়েছিলেন অবলীলায়।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর শোষণে জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তান যেভাবে দিনাতিপাত করেছে তা সত্যিই হৃদয়বিদারক। একদিকে বাঙালি জাতির ভাষায় আঘাত, অন্যদিকে ভূখণ্ড নিয়ে অর্থাৎ বাঙালি জাতির অস্তিত্বে আঘাত। এ মহান নেতা যেমন সক্রিয় ছিলেন ভাষা আন্দোলনে, ঠিক তেমনি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠায়।

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন (কারাবন্দী অবস্থায়), ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৬'র ছয়দফা যেখানে জাতির পিতা শেখ মুজিব এ দেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানি শাসকদের দফায় দফায় নাকানিচুবানি খাইয়েছিলেন।

৬৮- এর আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী যাঁকে জনগণের প্রতিবাদী দাবানলের মুখে কারাবন্দী রাখতে পারেনি। যার প্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছিল বিশাল গণঅভ্যুত্থান যেটির কারণে এ মহান নেতার মাঝে এক ত্যাগী নেতার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিল বাঙালি জাতি। ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলের প্রায় ১২ বছর তিনি জেলে অতিবাহিত করেছেন। সত্যিকার অর্থে বাঙালি জাতি বুঝে গিয়েছিল যে, এই মানুষটিকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। আলোরদিশারী হয়ে পথ দেখাবে এই অকুতোভয় বীর। এই সোনার বাংলা স্বাধীন সূর্যের মুখ দেখবে কাণ্ডারী মুজিবের হাত ধরে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যখন এ বাংলার শাসনভার নিয়ে নানা রকম টালবাহানা শুরু করেছিলেন তখন শেখ মুজিব বার বার আলোচনায় বসতে চাইলেও নরঘাতক জুলফিকার আলী ভুট্টো অকারণে বার বার বিলম্ব করেছেন। যার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে বিশাল সমাবেশে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তিনি বলেছেন– "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ... ... আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। ... ... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মহাকবি মুজিবের মুখে এ অমর কবিতাখানি শুনে তাঁর সোনার বাংলার মানুষেরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এ অমর কবিতাখানি বুকে ধারণ ও লালন করে বাঙালি জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের মনে হয়েছিল তারা যেন মুক্তির পথের খোঁজ পেয়েছে। কবি নজরুলের ভাষায় বলতে পারি–

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রিরা হুঁশিয়ার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এক অভিন্ন ইতিহাস। পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইট নামক নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় এবং সোনার বাংলার মুজিবকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ভেবেছিলেন যে, তিনি খুব সহজেই বাঙালিদের হাতের মুঠোয় আনতে পারবেন। কিন্তু মুজিব বাঙালির শোণিতে যে মন্ত্রবাণী মিশিয়ে দিয়েছিলেন সেই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদারি থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানি মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে সোনার বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে বিজয়ীর বেশে তাঁর প্রাণের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সারাদেশে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গিয়েছিল সেদিন। সর্বস্তরের জনগণ তাঁকে মহানন্দে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানায়।

অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলতে চাই- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি (২৬ মার্চ ১৯৭১-১১ জানুয়ারি ১৯৭২) শুধু সাড়ে তিন বছর তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে শাসন করেন। যে স্বপ্ন বুকে লালন করে এ সোনার বাংলা গড়ে তুলেছিলেন সে স্বপ্ন তিনি পূরণ করতে পারেন নি। কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় পৈশাচিক দানব, ঘাতক, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। পিশাচের হাত থেকে ছোট্ট শিশু রাসেলও রক্ষা পায়নি। নির্দয় পাষণ্ডরা এ জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে কালো অধ্যায়ের সূচনা করে।

চৌত্রিশ বছর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় তাঁর স্বপ্নের বাংলায় হয়েছে। আসামীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয় হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে আমরা তাঁকে সম্মানিত করতে পারিনি। যদি পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়েশিয়ার দিকে আমরা তাকাই তবে দেখতে পাব আমাদের পরে স্বাধীন হওয়া দেশটি আজ কত উন্নত, যা সম্ভব হয়েছে ঐ দেশের প্রতিষ্ঠাতা মাহাথির মোহাম্মদের জন্য। কিন্তু আমরা সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সেই সুযোগ দেইনি।

তবুও তাঁর স্বপ্ন পূরণ করবার জন্য বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি মাঠপর্যায়ের কর্মীরা তাঁকে ঠিক ভাবে সহযোগিতা করে তবে আমাদের দেশ অবশ্যই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

জাতির পিতা শেখ মুজিবের মতো মানুষেরা ইতিহাসের বাঁক ঘুরে ঘুরে কাল-কালান্তরে মানুষের মাঝে চিরঅম্লান, অক্ষয়, অমর হয়ে থাকবে। যেমন ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন, আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, চীনের মাও সে তুং, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ভিয়েতনামের হো চি মিনসহ আরো অনেকেই। ঠিক তেমনি তাঁদের সাথে, বাংলাদেশের নামের সাথে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। কবির ভাষায়-

যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা
গৌরী-যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, সমগ্র বাঙালির কাণ্ডারী, অবিস্মরণীয় এ নেতাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে চিরকাল চিরশ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এ অনার্য বাঙালি জাতি।

নিবেদিত পংক্তিমালা

মো. শাহরিয়া কল্যাণ (রিয়াদ)
শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ৯৮

মনে রেখো

মনে রেখো বাবা
মুজিবের কথা,
যাঁর ভাষণে মানুষ পেয়েছে
স্বাধীনতার নিশ্চয়তা।

মনে রেখো বাবা
যুদ্ধের কথা,
যে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে
তোমারও বাবা।
আর সবুজ মাঠের মধ্যে লাল রক্ত দিয়ে
তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের পতাকা।

মনে রেখো বাবা
শেখ মুজিবের কথা,
যিনি স্বাধীনতার জন্য
ভাষণ দিয়েছেন একা।

ইশতিয়াক আহমেদ মাহির
শ্রেণি: অষ্টম, রোল: ৮৯

মুজিবের পরিচয়

বঙ্গবন্ধু বাংলা মায়ের স্বতন্ত্র এক সুর
বঙ্গবন্ধু বাংলা মায়ের সাগর সমুদ্দুর।
বাংলা মায়ের কোল ঘিরে থাকো মুজিব তুমি।
জীবন দিয়েছো অকাতরে তাই তো বেঁচে আমি
বাংলার তরে অমর তুমি, চির অমর এক পাতা
বাংলা মোদের শুধুই তোমার বীর রক্তে গাঁথা।
জীবন দানের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত তুমি
উজ্জীবিত করেছ যে মোদের প্রাণ রাখতে বাজি।
মুজিব তোমার হাসিমুখে সুর ফোটে ঐ বাংলা গানে
মুজিব তোমার শক্ত কণ্ঠে লোক জমে যায় ময়দানে।
মুজিব তোমার সাহস দেখে, বাংলায় ওঠে আগুন জ্বলে
মুজিব তোমার শক্তি দেখে, ঐ হানাদার যায় যে চলে।
মুজিব মানে বাংলা মায়ের আঁচল ঢাকা মুখ
মুজিব মানে বাংলাদেশে স্বাধীনতার সুখ।
মুজিব তুমি স্বাধীনতা, তুমিই জনবল
মুজিব তোমার ঘাতক সবই নির্মম পশুদল।

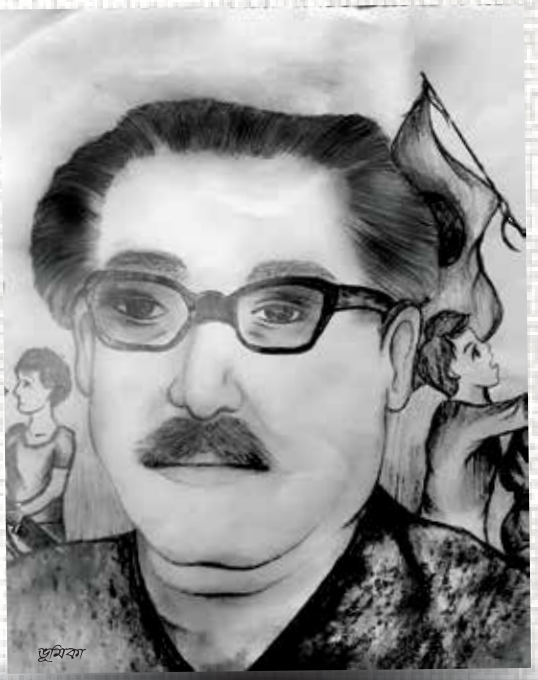

মো. আতিক জাওয়াদ (জারিফ)
শ্রেণি: দশম, রোল: ২৩৪

মুক্তির নেতা মুজিব

'শেখ মুজিব' নামটি বড় মহান,
পেয়েছেন তিনি গৌরবময় জীবনের সম্মান।
সোনার বাংলা গড়ার যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন,
'মুজিব' সে তো মুক্তির আলো জ্বালাতে শিখিয়েছেন।
নির্ভীক বীর, সদা প্রস্তুত, শত্রুরে করেননি ভয়,
লাখো বাঙালির মুক্তির নেতা এনেছেন তিনি জয়।
কী রাজপথ, কী কারাগার, কী সংগ্রাম,
সবকিছুকে ছিনিয়ে এনেছেন, ছিল যত দুর্গম।
শেখ মুজিবের দামামা বেজেছে টানা চব্বিশ বছর,
ভয় করেননি, পিছপা হননি, ছিলেন অগ্রসর ।
এক ভাষণে বাঙালিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার মন্ত্র,
ব্যর্থ করে দিয়েছেন তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্র।
পরিশেষে, মোরা জয় করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ,
স্বপ্ন তাঁর পূরণ হয়েছে, মুক্ত হয়েছে শত ক্ষোভের রেশ
সহ্য হলোনা দস্যুদের, শেষ করতে চেয়েছিল তাঁর ইতিহাস
বুলেটের আঘাতে তারা করল জীবননাশ।
মুজিব তোমার নামটি স্মরণীয় রবে ততদিন,
সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা জ্বলবে যতদিন।

সাহিব আহমেদ সিয়াম
শ্রেণি: নবম, রোল: ০৩

বাংলার মুজিবুর

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু তুমি,
তোমার জন্য স্বাধীন হলো
আমার জন্মভূমি।

বাংলাদেশে জন্ম তোমার
বাংলাদেশ তোমার ঘর,
বাংলা তোমার তুমি বাংলার
তুমি বাংলার মুজিবুর।

তোমার মতো কে আছে আর
আপন দেশের প্রাণ,
বাঙালির তুমি হৃদয়ে হৃদয়ে
শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার কীর্তি তোমার নাম
শত শত হৃদয়ে গাঁথা।
তুমি ৭ই মার্চের ভাষণ
আর স্বাধীনতার ঘোষণাদাতা,
তুমি সেই বাংলার প্রিয়
বিপুল সাহসী নেতা।

তুমি সেই অনন্য সাহসী
বাংলার চির বীর,
তুমি সেই চিরচেনা মুখ
বাংলার মুজিবুর।

তোমার কীর্তি চিরচেনা রবে
বাংলার ইতিহাসে,
তারই প্রমাণ মিলছে আজ
মুজিববর্ষে এসে।

মো. জোনায়েদ হোসেন
প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা)

নদীর আহ্বান

বয়ে চলে আজও বাইগার নদী
দখিনের টুঙ্গিপাড়ায়
সকলের কানে সে যে নিরবধি
মুজিবের কথা বলে যায়,
আজ যারে বলি 'জাতির পিতা'
সে তো একদিনে নয়।

যুগের আহবে বাঙালি মিতা
সবার মন জয় করে নেয়।
খোকা যে মোদের মুজিব হলেন,
হলো গণমানুষের নেতা
তিনি ফের হলেন বঙ্গবন্ধু
হলেন জাতির পিতা।

শুনে তাঁর সেই মধুর বাঁশি
শ্রমিক, কৃষক আর জনতা
পেলো যুদ্ধের আরাধ্য স্বাধীনতা।
তোমরা সবাই কী করে বাঙালি
শুধিবে পিতার ঋণ?

কল্লোল মাঝে আজ বীণা বাজে
কহি প্রেরণার গান
করলে লালন মুজিবীয় চেতনা
দিলে মন দেশের কাজে
শান্তি পাবে পিতার আত্মা
পাবে তাঁরে সকাল-সাঁঝে।

সাদিয়া ফারজানা
সহকারী শিক্ষক (বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়)

অপরাজেয় বাঙালি

কাটিয়া বিষাদ সুনীল আকাশ
উঠেছিল চাঁদ গগনে,
গুলির আওয়াজ টলাইতে পারে নাই
বাঙালি জাতির মননে।

একটি হুঙ্কার দমাইয়া দিয়াছিল
শত্রুর ঐ বিরূপতা,
মনের কুঠিরে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে
বাঙালি তাঁহার রূপকথা।

রক্তের বদলে রক্ত চাই
খুনের বদলে খুন,
তাঁহার এক কথায় বদলে গিয়াছে
মৃত্যুমিছিলের ধুম।

অগ্নিঝরা সাতই মার্চের
দিনটি ছিল ইতিহাসবহ,
স্বাধীনতার রসদ সেইখানে
মিলিয়াছিল অহরহ।

জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া
রুখিয়া দিয়াছিল শত্রুরে,
বিজয় সে যে অম্লান হইল
পারিল না রুখিতে বাঙালিরে।

ছিনিয়া এনেছে স্বাধীনতা সে যে
রাখিয়া গিয়াছে স্মৃতি,
বাঙালি কভু ভুলিবে না তাঁহারে
ভুলিবে না তাঁহার নীতি।

যাঁহার তরে আজি এত আয়োজন
শতবর্ষের সম্মান,
সেই তো মোদের জাতির আদর্শ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্মরণের আবরণে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব

মো. নাফিস ফুয়াদ নাকিব
শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান), রোল: ২১৩

অপ্রাপ্তি: আমার সরল ভাবনা

আমার বয়স এখন ১৭'র ঘরে, এই বয়স পর্যন্ত এসে একটা বিষয়ে ভেবে নিজেকে কেন জানি খুব অভাগা লাগে। কেন জানেন? কারণ আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ৭ই মার্চের ভাষণে একত্র হতে পারিনি, কাছ থেকে স্বচক্ষে দেখতে পারিনি তাঁকে, শুনতে পারিনি তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলা এক একটা প্রতিবাদী শব্দ। আমার জন্ম সাল যদি ২০০৩ না হয়ে হতো ১৯৫০ বা ১৯৫৫, তাহলে হয়তো নিজেকে আজ অভাগা বলে মনে হতো না। কারণ তখন আমিও তাঁর ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। যখন নিজের দেশের রক্তমাখা স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম, তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম অস্ত্র ছাড়া বাঙালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করার সাহস পেল? এই উত্তর খুঁজতে শুরু করলাম, আর অবাক হয়ে গেলাম যে বাঙালিদের কাছে অস্ত্রের থেকেও আরো বেশি শক্তিশালী মানব অস্ত্র ছিল, সেই মানব অস্ত্র আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বজ্রকঠিন নেতৃত্বে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলো। অতঃপর ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে পরিবারসহ তিনি নির্মমভাবে শাহাদৎ বরণ করলেন। তিনি চলে গেলেও এদেশ এবং পুরো বিশ্বে তিনি চিরকাল বেঁচে আছেন আর থাকবেন। তাঁর নীতি আর আদর্শ নিয়ে দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। এতে করে হয়তো 'অভাগা' শব্দটি একটু হলেও মুছে ফেলতে পারব।

হে জনক

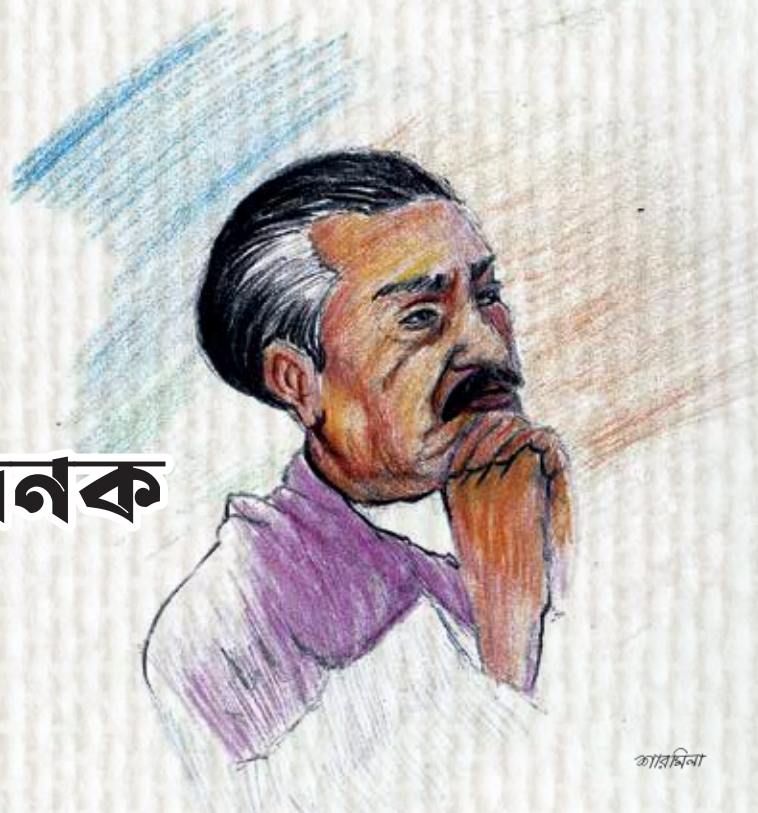

রিশাদ আল ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ (মানবিক)
রোল: ৮১

পদ্মার পবিত্র জলকণা হতে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ, প্রতিটি উচ্ছ্বাসে তোমার অস্তিত্ব পরিস্ফূটিত। এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা বুকে আগলে রেখেছে তোমার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা। তোমার জন্য আজও হাহাকার করে ওঠে শূন্যতার ওপারে অসমাপ্ত আকাশ। কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসায় তুমি সিক্ত হও প্রতিনিয়ত। মানবতার রাজ্যে তোমার সিংহাসন কত উঁচু তুমি নিজেও জানো না।

নিজের কথা ভাবনি কখনো। স্বপ্নেরা বারবার তোমাকে হাতছানি দিয়েছিল। কিন্তু একসময় ওদেরও লজ্জায় অবনত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তুমিতো মানবতা বিসর্জিত বিপথগামীদের হাত থেকে 'বাংলা মা'কে রক্ষার ব্রত নিয়েছিলে। 'বাংলা মা'কে উপহার দিতে চেয়েছিলে স্বাধীনতার চাদর। এর থেকে বড় স্বপ্ন আর কীই বা হতে পারে!

আচ্ছা, বাংলা মায়ের জন্য তোমার প্রাণ খুব কেঁদেছিল, না? না হলে এত নির্যাতন, এত কারাবাসের পর তো পরাজিত মানবের মত ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোর গভীরে তোমার লুকিয়ে যাবার কথা। কিন্তু কই? তুমি তো তা করনি! বরং সকল গ্লানি মুছে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলে বীরবেশে। বিদ্রোহী বীরের চেতনা বুকে নিয়ে সৃষ্টি করেছিলে রাজনীতির মহাকাব্য। সেদিন প্রত্যাশার ঝলমলে আলো খুঁজে পেয়েছিল পুরো রেসকোর্স। নক্ষত্রের আলোও সেই আলোর কাছে গৌণ হয়ে যায়।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ তোমার চোখে খুঁজেছিল আশ্রয়, দেখেছিল স্বপ্ন। হাহাকার অথচ স্বপ্নধারণ করা দুর্বিষহ নয়টি মাস কেটে গেল তারপর। আচ্ছা, কারাগারের ওপারে বসে দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির চিৎকারের কথা ভেবে তুমি কি অবুঝ বালকের মতো ঝরঝর করে কেঁদেছিলে? নিরাকার স্রষ্টা তোমার কান্না দেখেছিলেন। ন'মাস পর সেদিন রক্তিম আকাশে উঠেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য।

দেশের সেবায় ব্রতী মানুষদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় শুনেছি। পরিবার পরিজন দূরে রেখে নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছ তুমি বহুদিন। হয়ত তোমার ত্যাগের মূল্য তুমি পেয়েছো ডিসেম্বরে। কিন্তু তোমার প্রিয়তমা রেণু? তারও কী স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার? নইলে শূন্যতার ভিতরে আজীবন কাটিয়েও কী করে একটা মানুষ এত সাহস বুকে ধারণ করতে পারে? আজ অবধি সে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি। তবে হতে পারে- তোমার স্বপ্নের কাছে সে খুঁজেছিল আশ্রয়, সেই স্বপ্নই হয়ত তাঁকে করেছিল সাহসী।

আজ তুমি নেই, তোমার প্রিয়তমা রেণু নেই। আগস্টের চমৎকার রাতটিকে নিকষ কালো ও কলঙ্কিত বানিয়েছিল কিছু বিপথগামী বেঈমান। তবে তোমার 'বাংলা মা' তোমাকে ভুলে যায়নি। আজও বাংলার পবিত্র পবন আনমনে খুঁজে বেড়ায় তোমাকে। প্রতিটি ধূলিকণা বুকে জড়িয়ে রেখেছে তোমার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা, পরিশ্রান্ত কৃষকের চকচকে উজ্জ্বল মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় তোমার কথা ভেবে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া- বাংলার প্রকৃতির পবিত্রতা উদ্ভাসিত হয় তোমার জন্য।

তুমি নদী ভালোবাসতে। আজ বেঁচে থাকলে দেখতে, হাজারো মাঝি গলা ছেড়ে ভাটিয়ালি গান গায় প্রতিনিয়ত তোমার স্বাধীন বাংলার বুকে। পানকৌড়ি নিশ্চিন্তে তৃষ্ণা মেটায় গাঙের ধারে। তোমার জন্য ছিপছিপে রাখাল বাঁশির সুরে মোহিত করে কী এক স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে! আজও এই বাংলা মনে রেখেছে তোমার উত্তোলিত তর্জনীর সাথে বজ্রকণ্ঠের সেই দৃঢ়তাকে।

সত্যিই তোমাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি, আর পারবেও না কখনো।